ব্রি হাইব্রিড ধান৫-এর চাষাবাদ পদ্ধতি

রচনায়

- **ড. মো: জামিল হাসান** প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
- **আশীষ কুমার পাল** উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
- **ড. প্রিয় লাল বিশ্বাস** উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
- **মোসাঃ উম্মে কুলসুম** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
- **ড. আফছানা আনছারী** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
- **আনোয়ারা আক্তার** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
- **মোঃ হাফিজার রহমান** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
- **লায়লা ফেরদৌসি লিপি** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি

হাইব্রিড রাইস বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
গাজীপুর-১৭০১

অর্থায়নে: হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ব্রি)

ভূমিকা

ধান আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য। বাংলাদেশে বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধান চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত জাত, সঠিক সময়ে বীজ বপন, চারা রোপণ এবং উন্নত আন্তঃপরিচর্যার মাধ্যমে এই মৌসুমে হাইব্রিড ধান চাষ করে দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গত ২০১৬ সালে বোরো মৌসুমের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও অধিক ফলনশীল একটি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করে, যা ব্রি হাইব্রিড ধান৫ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯/১০/১৬ তারিখের ৯০তম সভায় সারা বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এই জাতটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-

- গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সে.মি.
- কাণ্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ে না
- গাছের গোড়া খয়েরী রং এর এবং দানায় কাঁচা অবস্থায় লাল বর্ণের টিপ (Apiculus) বিদ্যমান
- স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ প্রতি কুশির সংখ্যা ১২-১৫টি
- ফলন ৮.৫-৯.০ টন/হেক্টর
- জীবনকাল ১৪৩-১৪৫ দিন
- মাতৃ সারি ও পিতৃ সারি: বিআরআরআই৭এ/ বিআরআরআই৩১আর
- আমিষ ও শর্করার পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৭ ও ২৭ ভাগ
- অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৩.৪ ভাগ।

ব্রি হাইব্রিড ধান৫ চাষের নিয়মাবলী

স্থান নির্বাচন

উর্বর মাটি, সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত আলো, বাতাস, সূর্যালোক এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের কোন মারাত্মক অবস্থা দেখা যায়না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

বীজ বপনের সময়

১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর।

বীজের হার

প্রতি হেক্টর (৭.৫ বিঘা) জমিতে মাত্র ১৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। সবসময় রোদ্র থাকে এমন জায়গাতে বীজতলা তৈরী করতে হবে। ১৫ কেজি অংকুরিত বীজ উত্তমভাবে তৈরীকৃত বীজতলায় পাতলা করে ফেলতে হবে। ১.২৫ মিটার চওড়া ও জমি অনুযায়ী সুবিধামত লম্বা করে বীজতলা তৈরী করতে হবে। দুইটি বীজতলার মাঝে ০.৫ মিটার ফাঁকা নালা রাখতে হবে।

চিত্র ১: বীজতলায় সুষম ও পাতলা করে ফেলানো অংকুরিত বীজ

বীজের অংকুরোদগম

হাইব্রিড ধান বীজ প্রথমে হালকা রোদে ১-১.৫ ঘন্টা শুকিয়ে পরে ঠান্ডা করে কাপড়ে/চটের ছালায় ভরে ৮-১০ ঘন্টা পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে। পানি ঝরিয়ে আমাদের দেশী ধানের মত জাগ দিয়ে বীজ অংকুরিত করতে হবে। জাত ভেদে জাগের সময় কম বেশী হতে পারে। তবে সঠিকভাবে আর্দ্রতা নিশ্চিত করে জাগ দিলে ২৪-৩৬ ঘন্টার মধ্যে বীজের অংকুরোদগম শুরু হবে। প্রতি ৮ ঘন্টা পর পর জাগ সরিয়ে আর্দ্রতার পরিমাণ নিশ্চিত করতে হরে। প্রয়োজন হলে জাগের পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে।

বীজতলার পরিচর্যা

বীজতলার মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে প্রতি শতকে (প্রতি ৪০ বর্গমিটার) ৪.৫ মন পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম